নিয়াতের সুফল

নিয়াত ও নীতি কথা

রিয়াকারীর নামাজ, রোজা বিফলে চলে যায়। ð সহীহ্ নিয়াতে আদায় করলে অশেষ নেকী হাসিল হয়।

হাত, মুখ ধৌত করলে শরীর-মন সুস্থ হয়। ð আলাহর আদেশে অজু করলে ইবাদতে গণ্য হয়।

ক্ষুধার টানে করলে আহার পেটের ক্ষুধা দুর হয়। ð আলাহর আদেশে করলে আহার ইবাদতে গণ্য হয়।

গরু, ছাগল খানার কাজে যবেহ্ হলে হালালটুকু হয়ে যায়। ð দ্বীনের কাজে যবেহ্ হলে ইবাদতে গণ্য হয়।

সকল কারণে অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পায়। ð আলাহর আদেশে অনাহারে রোজার ফরজ পালন হয়।

লেখা-পড়া শিক্ষা করলে জ্ঞান-গরিমা বৃদ্ধি পায়। ð দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করলে ফরজ হুকুম পালন হয়।

সকল কাজের বিদ্যা শিখলে জায়েয বলে গণ্য হয়। ð দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করলে ফিরিশ্তাদের দু'য়া পায়।

লেখা-পড়ায় আটকিয়ে পড়লে নাম নম্বরে কমতি হয়। ð আলাহর কিতাব আটকিয়ে পড়লে দ্বিগুণ সওয়াব হাসিল হয়।

সকল কাজে সফর করলে জ্ঞান-গর্ভ বৃদ্ধি পায়। ð আলাহর আদেশে করলে সফর হজ্জের ফরজ আদায় হয়।

লজ্জার কারণে পড়লে কাপড় শরীরটুকু ঢাকা যায়। ð আলাহর আদেশে পড়লে কাপড় ফরজ হুকুম পালন হয়।

দর্পভরে পড়লে ঘড়ি শোভা-সুন্দর বৃদ্ধি পায়। ð নামাজের সময়ের জন্য পড়লে ঘড়ি ফরজ কাজের সহায় হয়।

প্রত্যুষে হাঁটা-চলায় রোগীর শরীর সুস্থ হয়। ð মস্জিদ পানে হাঁটার দ্বারা কদমে কদমে নেকী হয়।

সকল কাজে রাত্রি জাগরণে শরীর, মন খারাপ হয়। ð শবে-ক্বদরে রাত্রি জাগরণে হাজার মাসের সওয়াব হয়।

সকল কাজে মারা গেলে মুর্দা বলে সকলে। ð দ্বীনের কাজে মারা গেলে শহীদ বলে হাদীসে।

প্রতিযোগিতায় জিতে গেলে বীর বলে সকলে। ð জিহাদ করে ফিরে এলে গাজী বলে কিতাবে।

দুনিয়াদারীতে পরিবারের ভরন-পোষণ ভারী হয়। ð দ্বীনদারীতে পরিবার বর্গ অল্পে তুষ্ট হয়ে যায়।

দুনিয়ার মতে ব্যবসা করলে মাল-দৌলতে ধনী হয়। ð হাদীস মতে ব্যবসা করলে নবীর সাথে হাশর হয়।

রাস্তা-পথে চলার দ্বারা লক্ষ্যস্থানে পৌঁছা যায়। ð ডান পার্শে চলার দ্বারা নবীর সুন্নাত আদায় হয়।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গ সকল কাজে ব্যবহার হয়। ð আলাহর বিধানে করলে ব্যবহার জান্নাত পাওয়া সহজ হয়।

ফল পাকিলে পরে সমাদর বেড়ে যায়। ð মানুষ দুনিয়াদারীতে পাকিলে পরে সমাদর কমে যায়।

মানুষ দ্বীনদারীতে পুক্ত হলে বুযুর্গী মর্তবা পায়। ð বুযুর্গ ব্যক্তি কবরে গেলেও রূহানী ফয়েজের আশা রয়।

সাহস করে করলে শুরু সকল কাজ পূর্ণ হয়। ð আলাহর নামে করলে শুরু কাজের মধ্যে বরকত হয়।